বিজ্ঞাপন।

সংসার [illegible] নানাপ্রকার [illegible] অধিষ্ঠান, অতএব যাহাতে [illegible] নিবারিত [illegible] যের মঙ্গল হয়, এই উদ্দেশে কাব্য নাটক প্রভৃতি [illegible] প্রহসনের আবশ্যকতা জন্মিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় [illegible] গুলি প্রহসন লিখিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখিলেই ঐ কথা প্রতিপন্ন হইবে। এই প্রহসনে বারাঙ্গনাবৃত্তি ও বারাঙ্গনা বিলাসের কতক বিষময় ফল প্রদর্শিত হইল। সমাজ ইহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। গ্রন্থকার নিতান্ত উন্মনা অবস্থায় এখানি লিখিয়াছিলেন, অতএব ইহার দোষগুণ বিচারে আমাদের অধিকার নাই।

প্রকাশকস্য।

প্রহসনোক্ত অভিনেতৃগণ।

পুরুষগণ।

রঘুনাথ বাবু ... ... পুঁটুর জেঠা মহাশয়।
শিবু ... ... পুঁটুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
নীলু ... ... প্রতিবাসী।
গদাই ... ... ঐ।

হাকিম, আমলা, ও চাপরাশী প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

পুঁটু ... ... নায়িকা।
বিন্দু ... ... প্রতিবাসিনী
কাদু ... ঐ
রতি ... ... বৈষ্ণবী।

অপরাপর কুলকন্যা ও বারাঙ্গনাগণ।

পাঁচ পাগলের ঘর

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

মধুপুর। মধু ঘোষালের অন্তঃপুর।

বিন্দু ও কাদু আসীনা।

বিন্দু। সে কি লো?

কাদু। মাইরি!
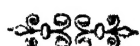
বিন্দু। বোলিস্ কি? শুন্‌ছিলেম বটে, কিন্তু ততটা পেত্যায় করিনি।

কাদু। আর ভাই পেত্যয় অপেত্যয়। যে কাল পড়েচে, তাতে লোকের আর জাত কুল বাঁচে না।

বিন্দু। তা বটে, তা হোক, কিন্তু বোল্‌চি কি পুঁটীর পেটে এত ছিল! ছেলেমানুষ, এর মধ্যে—আর মেট্টাও সে দিনকার ছোঁড়া, তার এই কীর্ত্তি?

কাদু। শোননা বলি। শুদু সে একা নয়।

বিলু। (সবিস্ময়ে) আবার কে?

কাদু। আর আমাদের সেই নীলু আর শিবু।

বিলু। (সচকিতে) অ্যাঁ! শিবু? সে কিলো? শুন্‌তে পাই শিবুর মত ভাল ছেলে আমাদের এ গাঁয়ে নেই। তার এই কাজ!

কাদু। (হাত নাড়িয়া) সোণা বোলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতলো হলো!

বিলু। তার না বোন্ হয়?

কাদু। আর বোন্। সে সময় কি ও সব কেউ বাচে? এখনকার কালে সহোদর বোন্ পার পায় না এতো হোলো বৈমাত্তর।

বিলু। তাই তো? হলো কি! আমার শশুরবাড়ীতেও সে দিন এই রকম একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি বুঝি মঙ্গলবারে এইচি?

কাদু। হুঁ।

বিলু। তারি আগের শনিবারে একজন পালিয়েচে, সে আমার সতমা।

কাদু। কি রকম?

বিলু। বোল্‌বো এখন। সে ঢের কথা। আগে তোমার এ কেচ্ছাটা শুনি, তার পর।

কাদু। (সহাস্যে) আহা।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বিলু। (উচ্চ হাস্যে) সত্যি ভাই। আমাদের দেশেও ক্রমে ক্রমে মহাভারতের নতুন ছোটি হলো।

কাদু। ভাই বোন, তো ছোট কথা। মহাভারতে যা আছে, একেবারে চুড়ান্ত!!

(হাবার মার প্রবেশ।)

হা. মা। বিলু দিদি, পান আছে?

বিলু। এই যে হাবার মা, আছে, বোস্।

কাদু। এই মাগী সব জানে।

হা. মা। (বসিয়া) সেই কথা বুঝি হোচ্ছিল?

কাদু। তুই কেমন কোরে জান্‌লি?

হা. মা। তা আর জানা যায় না? হাঁ কাল্লই গাঁয়ের রাষ্ট্র জানা যায়! গল্পবগী পোড়লেই শুন্নি সল্লব পাই। ভাই বোন্ ভাই বোন্ একি আর বোল্‌তে হয়?

কাদু। আজকাল ঘর ঘর ঐ কথা।

বিলু। আচ্ছা হাবার মা! কেমন কোরে বেরুলো! একবাড়ী পরিবার গিস্ গিস্ কোচ্চে, তোরা রাত দিন তাগে বাগে বুচ্চিস্ কারো নজরে পোড়্‌লো না?

হা. মা। ও দিদি। ও কথা বোলো না। পাঁচ পাগ-লের ঘর, কার মনে কি আছে, কে কখন কি করে, তাকি ধরা যায়?

কাদু। আহা হা! ন্যাকা আঙ্গুলি। কিছু জানেন না তুই তো তার ঘটক!

হা-মা। তোমাদের ঐ কেমন এক কথা। আমি গরিব মানুষ, পেটের দায়ে চাকরি করতে এয়িচি, তোমাদের সব বড় মানুষের ঘর, বড় মানুষের কাও, আমি তার কি খবর রাখি ? থাকে তো দাও। সন্দে হয়। ঘরে একটাও ...ন নাই; ছোট বাবু আসবে।

কাছু। পোড়া কপাল ছোট বাবুর! আজও সে বাড়ীতে মুখ দেখায় !

হা-মা। আমি তার কি করবো ?

বিন্দু। হ্যাঁ হাবার মা! টাকা নাকি অনেক নিয়ে গিয়েছে ?

হা-মা। আরে ব্বাস্! সে অনেক ট্যাকা! এক ধর, পাঁচ কুড়ি সাত, আর এক ধর তিন কুড়ি দুই, ...
খুড়িমার বাক্স ভেঙ্গে পেরায় এক হাজার।

বিন্দু। আর গয়না ?

হা-মা। তা বেস্তর নয়। দুগাচি বালা, দুছড়া তাবিজ, একছড়া চিক, আর একছড়া সিঁতি।

বিন্দু। তা হ্যাঁ মা! তার কি কোনো সন্ধান হোলো না।

হা-মা। শুনচি নাকি বর্দ্ধমানে ছিল, এখন ফরেস ডাঙ্গায় আচে। তার জ্যাটা নাকি কাল খুঁজতে যাবে।

কাছু। ঘরে নেবে ?

হা-মা। শুনচি না কি নেবে। বলে, পাঁচ পাগলের

বর, পাঁচটি, পাঁচ রকম হয়। তা বোলে কি ঘরের ধন ভাসিয়ে দিব?

কাদু, বিলু। তবে আনুগ।

[পান লইয়া হাবার মার প্রস্থান এবং হাসিতে হাসিতে কাদু ও বিলুর গৃহান্তরে প্রবেশ।]

ইতি প্রথম অঙ্ক॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

করেনডাঙ্গা রতি বৈষ্ণবীর বাটী।

(গৃহ মধ্যে মুক্তকেশে পুঁটু শয়ানা।)
দ্বারে হুঁকা হস্তে রতি।

রমানাথ বাবুর প্রবেশ।

রতি। (উঠিয়া) এসো বাবা এসো! বোসো! এত রদ্দুরে যে! (গৃহ হইতে পাখা আনিয়া বাজন আরম্ভ।)

রমা। (বিরক্তভাবে) না বাছা, আমি বোসবো না। অনেকদূর থেকে আসচি, স্নান আহার পর্য্যন্ত হয় নি,—এখুনি যেতে হবে। এ বাড়ীতে পুঁটু আছে।

রতি। (কৃত্রিম বিস্মিতভাবে) পুঁটু!—সে আবার কে?—পুঁটু! (চিন্তা করিয়া) ওঃ! তারই কথা!—আছে।—ঘুমুচ্চে। তাই জন্য তো বোল্‌চি, এসেচ, বোসো। উঠুক, দ্যাখা কর, পান খাও, দুটো আলাপ কর, একটু জিরোও,—ভুতলা হোলে চোল্‌বে কেন?

পান আহার তখনি আবিষ্ট বা ভাবনা কি। বিশেষ সব আছে। বাসুনা ডেকে দিচ্চি, এখনি সব প্রস্তুত হবে।

(রমানাথকে তামাক সাজিয়া দিয়া রতির প্রস্থান।)

পুঁটু। (নিদ্রা ভঙ্গে আরক্ত চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে তাকিয়ার উপর অর্দ্ধশায়ীন অবস্থায় হাই তুলিয়া স্বগত) উঃ! ভারী খোঁয়ারি হয়েচে। (পুনরায় হাই তুলিয়া মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক) মাথাটাও ধরেচে (উচ্চৈঃস্বরে) ও—মা—আ—আ—! (মুখ ফিরাইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ইস্! বালাটা একেবারে গিয়েচে! নেশার মুখে যেমন শুইচি, অমনি ঘুমিয়ে গেছি, চুলগুলো পর্য্যন্ত ভিজে জাব হয়ে রয়েচে। (রমানাথকে দেখিয়া বিস্ময়ে) ই কি! জ্যাঠামশাই যে! কি খবর!

রম। এই তোমারিই কাছে।

পুঁটু। (সহাস্যে) আমারি কাছে? বেশ বেশ! এসো!

(রমানাথের গৃহমধ্যে প্রবেশ।)

রমা। পুঁটু! ভাল আছ?

পুঁটু। হ্যাঁ, তুমি ভাল আছ?

রমা। হ্যাঁ, কবে এখানে এসেচ?

পুঁটু। তোমার তামাক খাওয়া হয়েচে? ও—মা—আ—আ—আ! মা—আ!—আমলো! মাগি গ্যালো কোথা?

রমা। আমি তামাক খেইচি তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

পুঁটু। (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) জ্যাটামশাই? একটু মদ খাওয়াতে পার?

রমা। (সবিস্ময়ে স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! পুঁটি এত দুর তোয়ের হয়েচে! (চিন্তা করিয়া) শুনিচি মদ খেলে লোকের দোষ খোলসা হয়। যখন শিখেচে, যখন এ পথে এসেচে, তখন একটু খাইয়ে দিলেও হয়, সেই ঝোঁকে যদি ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেটাও বড় মন্দ ফিকির নয়। (প্রকাশ্যে) কেন মা, সে ছাই তুমি খাবে ক্যান?

পুঁটু। (হাই তুলিয়া চুল গুছাইতে গুছাইতে) বড় খোঁয়ারি গোরেচে।

রমা। সে আবার কি?

পুঁটু। দিনের বেলা একটু খেয়েছিলুম, বেশী না, কেবল এক বোতল, তাতেই কেমন ঘুম ধোরে এলো, যেমন শুইচি, অমনি ঘুমিয়ে গেচি। নেশা কোরে দিনের বেলা শুলেই খোঁয়ারি ধরে। কেবল হাই উঠচে, আর জল তেস্টা পাচ্চে। মাথা যেন খোসে যাচ্চে, ভারি যেন কলসি। এর উপর একটুখানি খেলেই সেরে যাবে। চকিৎ সেরে যাবে।

রমা। কতটুকু খাবে?

পুঁটু। বেশী না,—দু বোতল আনাও, যত থাকে।

যত্ত যায়। একটু রিফ্রেশ হলেই বন্দ করা যাবে। (দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া ত্রিভঙ্গ ভাবে হাই তুলিয়া) উঃ!—মাগী গ্যাল কোথা?

(রতির প্রবেশ।)

রতি। (উচ্চৈঃ)—এই বাবুটী অনেক দূর থেকে তেলেপুড়ে এসেচেন, বসিয়ে রেখে তোমার জোগাড়ে বেরিয়েছিলুম।

পুঁটু। হ্যাঁ, তুই এক কর্ম্ম কর্। শিগ্‌গির কোরে দু বোতল ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়।

রতি। (মুখ বাঁকাইয়া গমনোদ্যত)

পুঁটু। আর দ্যাখ্, এক পয়সার চেনাচুর আনিস্।

রতি। ভাল, (কিয়দ্দূর গমন।)

পুঁটু। শোন্, শোন্।

রতি। (ফিরিয়া) কি আবার?

পুঁটু। চুনিকে বলিস্, এ দু বোতল আমার নামে জমা খরচ করে। কাল সকালে দাম পাবে।

রতি। আচ্ছা। (কিয়দ্দূর গমন।)

পুঁটু। গেলি?—। ও—মা!

রতি। (ফিরিয়া) আবার কি?

পুঁটু। আর দুটো জল।

রতি। (বকিতে বকিতে গমনোদ্যত।)

পুঁটু। আর দ্যাখ্! তোর ঠেঁই পয়সা আছে?

রতি। (বিরক্তভাবে) ক্যান?

পুঁটু। যদি মালা পাস্, ভাল দেখে দু-ছড়া আনিস্।

রতি। তোমার ষোলকুড়ি পাটা, এখন আমার মনে থাক্‌লে হয়।

[প্রস্থান।

পুঁটু। (বাহিরে মুখ বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে) একটা চার তার, একটা দু তার? (রমানাথের প্রতি) তবে জ্যাঠামশাই! কি মনে কোরে?

রমা। এই দেখ্‌তে আসা। তোমাকে বড় ভাল বাস্‌তেম,—বলি পুঁটু আমার কেমন আছে, কোথায় আছে, দেখে আসি।

পুঁটু। (সম্মুখে ঝুঁকিয়া) বাস্‌তে? হাঃ—হাঃ—হাঃ। জ্যাঠামশাই! তুমি আমারে ভাল বাস্‌তে? হাঃ—হাঃ—হা! এখন আর তবে বাসনা?

রমা। বাসি বৈকি? রক্তের টান কোথায় যায়?

পুঁটু। তবে ভাল।

(সরঞ্জাম লইয়া রতির পুনঃ প্রবেশ।)

রতি। এই ন্যাও, সব এসেচে,—কেবল ফুলের মালা একটু গৌণে পাবে।

পুঁটু। আচ্ছা, তুই এখন যা।

রতি। বাবুটীর কি হবে?

পুঁটু। বাবুর দেরি আছে, তুই একছিলিম তামাক দিয়ে যা।

(রতির প্রস্থান।

পুঁটু। আন্ গোটাকতক পান আনিস্। (রমানাথের প্রতি) জ্যাঠামশাই! এক গেলাস ঢালো।

রমা। না মা, তুমি ঢালো, আমি ও সব ছোঁবনা।

পুঁটু। (সহাস্যে) ছোঁবে না? হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমাকে ছোঁবে কি কোরে? আমার পেটেও তো অমন অনেক বোতল আছে?

রমা। (সভয়ে) না মা, তা হোক্ মা, তুমি ঢালো।

পুঁটু। (হাসিতে হাসিতে তিন পাত্র ঢালিয়া পান।)

রমা। (সভয়ে) থাক্ মা, আর খেওনা।

পুঁটু। রোসো, আগে খোঁয়ারি ছাড়ুক।—তামাক দেরে।

রমা। আচ্ছা, পুঁটু! তুমি এ সব কবে শিখ্‌লে?

পুঁটু। বা ইয়ার! (মদ্যপান)

রমা। আচ্ছা মা, তুমি বাড়ীছেড়ে বেরুলে কেন? কি অভাব তোমার? কি দুঃখে বেরুলে?

পুঁটু। আঃ—হাঃ—হাঃ! (মদ্যপান।)

রমা। থাক্ মা, আর খেওনা।

পুঁটু। নে ভাই, একছিলিম তামাক সাজ্। (মদ্যপান।)

[রতি আসিয়া তামাক ও পান দিয়া প্রস্থান।

রমা। (আলস্য ভাঙ্গিয়া মৃদুস্বরে) পুঁটু! তামাক আছে?

পুঁটু। এই যে।

রমা। (মাত্রা চুলকাইয়া নত মুখে) না—মা—না বলি——

পুঁটু। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ওঃ! তোমার!—ওরে মা—মা—মা—মা!

(রতির প্রবেশ।)

রতি। আবার কি?

পুঁটু। ওরে তোর গাঁজা আছে!

রতি। না।

পুঁটু। কিনে আন্। তোর এই বাবু গাঁজা খান।

(রতির প্রস্থান ও গাঁজা সাজিয়া পুনঃ প্রবেশ ও পুনঃ প্রস্থান।)

রমা। (গাঁজা খাইয়া সহাস্য মুখে) পুঁটু। ঘরে চল।

পুঁটু। ঘরেই ত আছি?

রমা। তা না, বাড়ী চলো।

পুঁটু। কেবে?

রমা। কি কোর্‌বো মা! পাচ পাগলের ঘর, সকলটা সমান হয় না, তা বোলে কি ঘরের ছেলে ভেসে যাবে? তুমি চল। না হয় একটা প্রাচিত্তির কোরে তুমিও শুদ্ধ হবে, আমরাও হব। বিবেচনা কর, বিমলার জাহাজ যখন গঙ্গায় ডোবে, তখন কি ছাতু বাবু একেবারে দেউলে হয়েছিল? আরো বিবেচনা কর, তোমার মা বাপের আর কেউ নাই। যাকে মা বলে এমন একটী পাখীও নেই।

আহা! রাত দিন তারা পুঁটু পুঁটু কোরে কেঁদে পাগল। আরো বিবেচনা কর, তিন মাস বৈ নয়। কুটুম্ব সাক্ষাৎ আজো পর্য্যন্ত কেউ কিছু টের পায়নি। বেশী কথা কি, জামাই বাড়ীর লোক সেদিন এসেছিল, বলা গেল, পুঁটু মামার বাড়ী গিয়েছে, বস্ আছে। তুমি চলো, তোমার মা এবারে সোণার গয়নায় তোমারে মুড়ে দেবে।

পুঁটু। (স্বগতঃ) গেলে ত। (প্রকাশ্যে) হুঁ!—আচ্ছা জ্যাটামশাই! তুমি এক গেলাস খাবে?

রমা। (সভয়ে) না মা, তুমি খাও।

পুঁটু। (মদ্য পান করিয়া সহাস্যে) ছি ভাই! চির দিন কেবল বেলুনে উড়্‌বে? একবার সাঁতার খাও।

রমা। আচ্ছা পুঁটু! বাড়ীতে তোমার কি কষ্ট ছিল? ঘরে কিছুরই অভাব ছিল না, গয়নাপত্র সব ছিল, দাসী চাকর সব হুকুমের তলে ছিল, পূজোর সময় জামাই আসূতো, সেখানে তোমার কি কষ্ট মা?

পুঁটু। (স্বগতঃ) মুখে আগুণ তোমার জামায়ের। (মদ্যপান)

রমা। পুঁটু।

পুঁটু। উঁ!

রমা। ঘরে চলো।

পুঁটু। আর, জ্যাটাই মা?

রমা। সে তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা!

পুঁটু। তিনি বুঝি আমার সতীন হবে। তা হবে না।

আজ তুমি আমার ঘরে এসেচ; আজ ত আমি কিছুতেই ছাড়্‌বো না বাওয়া, (মদ্যপান) জ্যাটামশাই! এক পেলাস্ খা ভাই! তা নইলে রং হয় না।

রমা। (সভয়ে) না না, আমারে ওকথা বোল না।

পুঁটু। ও রতি—ই—ই—ই! আর একছিলিম গাঁজা দে-যা!

(রতির গাঁজা দিয়া প্রস্থান।

রমা। (গাঁজা খাইয়া) পুঁটু!

পুঁটু। উঁ।

রমা। তুমি ছেলেমানুষ। তোমারে ফেলে আমরা কি নিয়ে ঘরে থাকি? কি সুখে প্রাণ ধারণ করি, কার মুখ চেয়ে সংসারধর্ম্মে মতি হয়?

পুঁটু। (স্বগত) পাক তোয়ের হয়েছে। আর একটু লোলকাছি দিলেই হাতে আস্‌তে পারে! (প্রকাশ্যে) জ্যাটামশাই: আমিও তাই ভাবি।—তুমি বেশ ইয়ার লোক। ঘরে না থাক্‌লে সুখ হয় না, এক পাত্র খাও বিবেচনা কর, এসব জায়গায় এসে সুধাপান না কোল্লে গোটুহেল্‌,—চোদ্দপুরুষ গোটুহেল, জ্যাটামশাই! তুমি ছেল এজানো?

রমা। (সভয়ে) না মা।

পুঁটু। তবে খাও। (মদ্য ঢালিয়া বলপূর্ব্বক রমানাথের মুখে প্রদান।)

রমা। (কম্পিত কলেবরে) ওয়াক! বড় গন্ধ!

পুঁটু। (সহাস্যে) চাট খাও, চাট খাও। এ তোমার গাঁজা নয় বাবা। (চানাচুর প্রদান করিয়া) এর মজা একটু পরে জানবে। (হাত নাড়িয়া) নেশার রাজা মদের মজা না খেলে কি বোলতে পারি।

রমা। (চাট খাইয়া স্বগতঃ) মন্দ নয়! এই জন্যেই এরা খায়। এতে বেশ রং আছে, রংয়ের মুখে দুটো পাঁচটা ভাল কথা বোলে নিশ্চয়ই এরে ঘরে নিয়ে যেতে পারবো। আর একটু দিলে হয়, (প্রকাশ্যে) পুঁটু!

পুঁটু। আঁ্যা!

রমা। তুমি কি রোজ খাও?

(নেপথ্যে কে গা? কাকে খুজ্জো গা?)

পুঁটু। কে র্যা?

(রতির প্রবেশ।)

রতি। ও ডালিম!

পুঁটু। আঁ্যা?

রতি। তোরে কে ডাকচে।

পুঁটু। একটু গোঁপে।

রতি। বাবুর সঙ্গে একদিন এসেছিল।

পুঁটু। (মদ্যপান করিয়া) আঃ। বোলগে যা, ঘরে মানুষ আছে।

রতির প্রস্থান।

রমা। (স্বগত) পুঁটুর নাম ডালিম হয়েচে। সাম

তাঁড়িয়েছে। তিন মাসের মধ্যেই সব নতুন। এ পথে এলেই বুঝি এম্নি হয়। নামটী কিন্তু বেশ।

পুঁটু। জ্যাটামশাই! আর এক গেলাস খাও। লক্ষী দিদি আমার! এইবার খেলেই আর বোলবো না। মাইরি বোলচি, এইবার খেলেই ঘরে যাবো, নিশ্যাস যাব।

রমা। (সাগ্রহে স্বগতঃ) দিলে হয়। (প্রকাশ্যে) বড় গন্ধ! আর না। উঁহু আর না, তুমি কি রোজ খাও?

পুঁটু। (সহাস্যে) দ্যাখ না, আন্দাজ কর না। (বাম হস্তে চেনাচুর ও দক্ষিণ হস্তে মদ্য ঢালিয়া প্রদান।)

(মালীর মালা লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান।

রমা। (মদ্য পান করিয়া সহর্ষে) পুঁটু!

পুঁটু। অ্যাঁ!

রমা। এতে তো বেশ মজা। তুমি ঘরে চলো। সেখানেও এ চোলবে। ঘরে বোসে বোসে বেশ খাবে!

পুঁটু। (দাঁড়াইয়া) জ্যাটামশাই! আমার ভাই বড় দিব্বি, যদি তুমি ওরকম তামাসা করো। তুমি জানো, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, তাকে আমার পছন্দ নেই। একে বাঙাল, তায় মুখ্যু। আমি তো তার মতন মূর্খ নই, আমি লেখাপড়া জানি, আমি ঘরে যাব কেন?—তোমরা যা মনে কর, তাই করো, আমরা কি তা পারি না?—কেন?—আমরা কি মানুষ নই?—আমাদের কি হাত পা নেই?—আমরা কেন ঘরের ভিতর আটকা থাকবো?—কেন

আমরা পাঁচ জায়গার খাওয়া খেয়ে বেড়াব না?—কেন আমরা পাঁচজনের চাঁদমুখ দেখে আমোদ আহ্লাদ কোর্ত্তে পাব না? আলবোৎ কোরবো। দাদা আমায় এই সব কথা বোলেছে। দাদা আমার বেহ্মজ্ঞানী কি না, সে আমারে স্বাধীন করবার জন্যে এখানে এনে রেখেছে। দাদা বলে, ঈশ্বরের জীব সব সমান। তা তুমি জানো?

রমা। (স্বগতঃ) ও বাবা! পুঁটু আবার বেহ্মজ্ঞানীর কথা বলে। তবেই তো মুস্কিল, (প্রকাশ্যে) জানি সব কিন্তু——

পুঁটু। তোমার ওসব কিন্তু টিন্তু এখন রাখো,—তাল ছাড়িয়ে যায়! এক পাত্র ঢালিয়ে ন্যাও! এক হাত নাচো ভাই!

রমা। (সলজ্জায়) না মা!—তুমি নাচো।

পুঁটু। সত্যি জ্যাটামশাই! সত্যি আমার নাচ পেয়েচে।—বড্ড নাচ পেয়েছে!—ঐ বাঁয়া ন্যাও,—তুমি সঙ্গীৎ করো, আমি নাচি, (মদ্যপান করিয়া রমানাথের বাদ্যের সঙ্গে নৃত্য।)

গীত।

সিন্ধু—জলদতেতালা।

"শঠ কপট লম্পট সে কি রে প্রেমের ধার।
নাহি মান অপমান, পাষাণ হৃদয় তার॥
আপন কার্য্যের তরে, সকলের পায়ে ধরে,
যদি পারে প্রাণে মরে, না কর্ণে কথার উপকার॥

রমা। (স্বগতঃ) পুটু তো বেশ শিখেছে। (প্রকাশে বাজিবা!—আর একটী গাও।

পুটু। (সহাস্যে দ্বিতীয় গীত।)

চেতা-গৌরী—পোস্তা।

"কেবল কথায় প্রেম-বাগান ফলে কাযে কিছু নয়।
কমলিনীর কমল প্রাণে বল দুখ সয়॥
আশার আশা করে দান, গিয়ে কেতকী উদ্যান,
কর সুখে মধু পান, লেগেছে নূতনে লয়।"

রমা। আর আছে?

পুটু। খাওনা ভাই, কুবেরের ভাণ্ডার।—(প্রাণনাথকে মদ্য দিয়া মদ্যপান।) গীত এবং নৃত্য।

বেহাগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

"প্রেমহাটে যৌবনের পসরা, লয়ে এসেছি সব আয় ত্বরা।
যে দেখবে খুলে, যাবে ভুলে, সবে না তার দর করা॥
পেলে রসিক খরিদার, আমরা কো'রব না ব্যাপার
গো, বভার বুঝে দিব ধার;
গরজের তরে, সস্তা দরে, পাবে জিনিষ প্রাণভরা।
এ মাল এমনি মনভোলা, বেচি লাক টাকা তোলা
গো, না লয় হাটের দাম তোলা;
পাকা আনারস কোথায় বা লাগে,
ইথে আছে নানা রস পোরা॥

রমা। এই গাডটী খুব ভাল, পালটা ধর।

পুঁটু। (বসিয়া মদ্যপান করিয়া সহাস্যে) জ্যাটা-মশাই! তুমি ভাই বড় তালকাণা। আমি একবার বাজাই, তুমি নাচো।

রমা। তবে আর একটু দাও। (মদ্যপান করিয়া নৃত্য।)

পুঁটু। বা জ্যাটামশাই! বাইজীকে হারিয়েচ। কিন্তু ভাই ফাঁকা নাচ ভাল লাগে না। একটী গান গাও।

রমা। আর একটু দাও। (রমাপ্রসাদের নৃত্য গীত।)

ঝিঁঝিট— পোস্ত।

" ভাল শিখেচ এ প্রাণ, কি ছলন, বলনা।
পরের প্রাণ নিতে চাও, আর দিতে আসনা।
পরের প্রাণ নিতে চাও, আপনার মন দাও না দাও,
এমন কোরে কত জনকে মজায়েছ বলনা।"

পুঁটু। (গম্ভীর ভাবে) জ্যাটামশাই! রাত থাকবে?

রমা। না মা, তোমার অসুখ হবে,—আজ আমি যাই, কাল সকালেই আস্‌বো, থাকে তো আর এক পাত্র দাও, খেয়ে যাই।

পুঁটু। (মদ্যপান করিয়া নতমুখে মৃদু হাসিয়া মদ্য প্রদান পূর্ব্বক নিকটে গিয়া উপবেশন।)

রমা। (টলিতে টলিতে ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া) তবে তোমার মা, আজ আসি। "অনেক দিন অবধি ঐ প্রাণ

তোর উপর বাসনা আছে।” এই গীত গাইতে গাইতে গমনোদ্যম।)

চেয়া গৌরী—গোস্তা।

পুঁটু। “কোথা যাও ভ্রমরা, মনোচোরা
একবার ফিরে কথা কও।”

(ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক রমানাথকে ধরিতে উদ্যত; টলিতে টলিতে ভয়ে রমানাথের পলায়ন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুঁটুর প্রস্থান)

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———০০০———

রতির শয়ন গৃহ।

(রতি আসীনা—গদাই, নীলু ও শিবুর প্রবেশ।)

শিবু। হ্যাঁগা: রকমখানা কি?

রতি। কে জানে বাবা, তোমাদের কর্ম্ম তোমরাই জান। এনে রেখেছিলে, যতদূর সাদ্দি যত্ন কোরে রেখেছিলেম, তার পর——

গদা। তার পর কি রে রতি?

রতি। তোমাদের বাঁদনটা বাছা কিছু কমপোক্তাই ছিল, কোথা দিয়ে নোনা জল ঢুকেচে।

নিলু। (সসব্যস্তে) শিবুকে বার বার মাথার দিব্বি দিয়ে বারণ কোরেছিলেম,—ওরে যাস্‌নি,—যাস্‌নি—যাস্‌নি। বাধা না শুনে দড়িছেঁড়া ষাঁড়ের মত ছুটো গেল, তাতেই আমাদের বাঁধা ভাতে ছাই পোড়লো।

গদা। কাল্ যে এসেছিল, সেই নাকি?

রতি। না।

নিলু। তবে কে?

রতি। পোর এক জন।

নিলু। তবু?

রতি। কেন? তোমরা তো বাছা জান যে,—যে বার করে, তার ভোগে হয় না! তবে আর কেন মিছে কষ্ট পাও? ঘরে যাও।

গদা। (দাঁত কড়মড় করিয়া) ঐ জন্যে বোলেছিলেম রে শিবে যাস্‌নি,—ও শিবে যাস্‌নি, শিবে সে কথা খাতিরেও আনলে না। শিবের অগ্নি নিবন্ত প্রেম জ্বলে উঠলো।—শিবের অগ্নি শিবানীর চাঁদবদনখানি মনে পড়ল, আর শিবে অগ্নি তাড়াতাড়ি তল্পি তাগাদা নিয়ে ঘরে ছুটলেন।

শিবু। থু—থ—থু—থুড়ি। মাইরি বোলচি, কোন শালা তার ঘরের ত্রিসীমায় গিয়েছিল? এর কাছে কি সে? এ চাঁদ পেলে আর সে কালপেঁচাকে কোন্ মূর্খ লাইক কোত্তে চায়? স্বপেও আমি মিথ্যা বলি না,—সেই

নিরাকার নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সাক্ষী,—বাড়ীতে গিয়ে ছোট বোয়ের ত্রিসীমানায় যাইনি।

গদা। তবে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ কেন কোল্লে?

শিবু। তোমাদের সর্ব্বনাশ, আমার বুঝি নয়?

নিলু। (সক্রোধে) কি? সর্ব্বনাশ কিসের? সর্ব্বনাশ কিসের? এখুনি ছিনিয়ে নিয়ে যাব! তলোয়ার ধোরবো। এসো না বাওয়া, ভয় কি রাখি? এমন সাগর ছেঁচা মানিক কি অল্পে ছাড়বো?—কুঁচি কুঁচি কোরে তার পর ক্ষান্ত হবো!

রতি। কেন আর মিছে বকাবকি কর? তাকে পাবে না, ঘরে যাও।

নিলু। কখনই যাব না!

রতি। (সহাস্যে) তবে আমার কাছে থাকতে চাও থাকতে পার, রাজি আছি। (হাস্য।)

শিবু। (সসব্যস্তে রতির নিকটে গিয়া সহাস্য মুখে) মা—মা—মা— মাইরি বোলচি রতি, তোরে পেলে কোন শালা আর কিছু চায়?—রতি পেলে কোন্ শালা আর কন্দর্প খোঁজে?

রতি। (সহাস্যে) আপনিই হয়! (সকলের হাস্য।)

শিবু। (রতির হাত ধরিয়া) আয় ভাই হই। তুই তো রতিই আছিস, আয় ভাই, তোকে নিয়ে আমি কাম:

রব হই! (হস্তধারণ) (রতির মদ্যপান!) (সকলের মদ্যপান ও উচ্চহাস্য।)

নিলু। ... রতি! দেখো ভাই, সাবধান,—ভুলো না, ধর্ম্ম রেখো, নিতান্ত একচেটে হোয়ো না। (সকলের হাস্য।)

... ভাল, তোমাদের ও কথা ... আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, যে এসেচে, সে ... একা ...আর আমরা হোচ্চি তিনজন ... ধরো, ... আমাদের মধ্যে এক জন। কি ... হোলে আমরা হোলেম চার জন। ... কোরে তাকে ... কোরে ফেলে এখুনি কি নিয়ে আসতে পারিনে? এখুনি পারি, বেশ পারি,—খুব পারি,—আচ্ছা পারি।—চলো!

রতি। এই! অতো চেঁচিয়ে কথা কয়োনা! যে এসেছে, সে বড় ছোট লোক নয়।

গদা। (হেঁট হইয়া রতির মুখের কাছে) কে সে?

রতি। সে আগে থানার দারোগা ছিল।

গদা। এখন কি করে?

রতি। এখন জমীদার হয়েচে।

শিবু। আরে, হলোই বা দারোগা, হলোই বা জমীদার।—তলোয়ার ঘোরবো, গুলি চালাবো, ঢিল মারবো, ভয় কি বাওয়া?—মদ দাও। (সকলের মদ্যপান।)

গদা। তার বাড়ি কোথা ?

রতি। ঢাকা।

গদা। নাম ?

রতি। কে জানে ভাই, জলরাঙি থানা-না-খাঁ কে জানে ভাই, ওসব আমাদের মুখে আসে না।

শিবু। খাঁ? মুসলমান? মুসলমান আমাদের সর্ব্বনাশ কোল্লে? মুসলমানে আমাদের কুলে কালি দিলে? চলো,—এখুনি চলো !- এখুনি তারে জবাই কোর্‌বো !

রতি। চুপ্ ! চুপ্ !—আবার ?

নিলু। কি কোরে ভাই মুখটা বুজে চুপ্‌টী কোরে বোসে থাক্‌বো। ওরে তুমি একটু নাচো, আমরা তাই হাঁ কোরে দেখি। মদ ন্যাও। (সকলের মদ্যপান।)

(রতির নিঃশব্দে নৃত্য ও শোভান্তরি।)

নিলু। গীত গাইতে দোষ নেই ?

রতি। না।

নিলু। তবে একটী গা না ভাই।

রতি। রোসো. যে গাবে, আগে সে আসুক, আগে এক গেলাস খেয়ে নিই। (সকলের মদ্যপান।)

নিলু। তবে গাও ?

রতি। তোমরাও এক জন এসো, একলা হবে না। বুড়ো গলা,—ক্যাঁ কোঁ কোর্‌বে।

(নিলু ও রতি নৃত্য করিতে করিতে গীত।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

থানা-বাড়ী।

(দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ, আসামী, ফরিয়াদী,
সাক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত, এক কোণে পায়ে হাতে
বেড়ি, খড়ের উপর রমানাথ বাবু
উপবিষ্ট, রাত্রি অন্ধকার।)

দারো। (একটা চালানী মোকদ্দমা ডাকিয়া এক জন সাক্ষীর প্রতি) তুই কি বোল্‌বি?

সাক্ষী। (গলবস্ত্র করযোড়ে) এঁজ্ঞে, মুই বোলবো আৎ দুপুর।

দারো। (চক্ষু পাকল করিয়া) চালাকি? নষ্টামি আমার কাছে! ল্যাও তো বাবা?

সাক্ষী। (কাঁপিতে কাঁপিতে) এঁজ্ঞে এঁজ্ঞে, ধম্মবতার! মুই বলবো, আৎ দুপুরের সময় রমাই ঠাকুরকে লক্ষীর বাড়ী যেতে দেকেচি।

রমা। (কম্প)

দারো। হ্যাঁ;—না;—হয়নি;—হলো না। এই কথা বলবি, ভাদ্র মাসের ৫।৭ দিন হলে এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় লক্ষী ধোপানীর বাড়ীতে রমাই ঠাকুরকে আর দু-জন সাথীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেকেচি, তুই বুঝলি?

সাক্ষী। এঁজ্ঞে বুঝেচি, কিন্তু———

দারো। কিন্তু কি রে?

সাক্ষী। এঁজ্ঞে কিন্তু আর কিছু দেখিনি।

দারো। (সহাস্যে) সে কি রে?

সাক্ষী। এঁজ্ঞে আর কি? ভুলে গেচি। আর কি মি দেকেচি।

দারো। (মৃদুস্বরে) বোলবি, কাপড় চুরি কোত্তে কিচি। বুঝিচিস্?

রমা। (কম্পিত হইয়া স্বগতঃ) ও বাবা! কাপড় র!—তবেই তো দেখ্‌চি সাল্লে। কি সর্ব্বনাশ! একে- রে কাপড় চুরি: তা আবার ধোপানীর ঘরে! কি অধ- র্মের ভোগ! আমার কপালে এত যন্ত্রণাভোগও ছিল? াছে গেছে মেয়েটা বেরিয়ে গেছে, কেন আমি তারে জতে এসেছিলেম? এটা এমন দেশ! দিনে দিনে বাজী? একেবারে কাপড় চুরি! তা কি না আবার ধোপানীর ঘরে!—কি পাপের ভোগ! ওঃ! এই জন্যই আমারে আটকে রেখেচে। তা নইলে স্বদ্ধু মদ খাওয়া হালে কাল রাত্রিতে ধরেচে, আজ সকালেই ছেড়ে দিতো। াইন আইনেই আছে, মাতালের কয়েদ এক রাত। দের মৎলব সেটা নয়। এরা আমারে চুরির ধাপ্পায় ফেল্লে। (সাশ্রুনয়নে অধোবদন।)

দারো। (সাক্ষীর প্রতি) চুপ্ কোরে রইলি যে বল্ ? যা বল্লেম বুঝেচিস্?

সাক্ষী। এঁজ্ঞে বুঝিচি, কিন্তু——

দারো। আবার কিন্তু?

সাক্ষী। এঁজ্ঞে কিন্তু [illegible] দেখিনি।

দারো। ([illegible] জুতা মারিয়া) চোপরাও, বোলতে হবে। না বোললে হাম মাস হুঁ—হুঁ। (কিল প্রদর্শন) এখন বুজেচিস্?

সাক্ষী। এঁজ্ঞে বুজেচি, কিন্তু——

দারো। (সক্রোধে) ফের কিন্তু?

সাক্ষী। এঁজ্ঞে কিন্তু হাকিম ঝেতি পুচ করে, মোত দুপুরের সময় মুই তখন তানাদের বাড়ী কি করতে গিয়ে-ছিলু? তানারা হলো [illegible], মুই হনুম মুসলমান। তানা-দের বাড়ী তত রাত্তিরে মোর দরকার কি? তখন মুই কি বল্‌বো?

দারো। না, ও কথা আর জিজ্ঞেস্ কোর্‌বে না।

সাক্ষী। এঁজ্ঞে ঝেতির কথা কচ্চি।—ঝেতি করে, তা হলিই মুই কি বল্‌ব? বুঝি দারোগা মশাই ও কথাটা মোকে শিকিয়ে দেয় নি।

দারো। (নত মুখে মুখ টিপিয়া হাস্য)

(সকলের মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে হাস্য।)

রমা। (স্বগতঃ) এখন সন্দেহ ঘুচ্চে না। সাক্ষীকে তালিম দিচ্চে, তা বুঝ্‌তে পাচ্চি।—কিন্তু কার বিরুদ্ধে? আমারি? কিন্তু কেন? আমি ত কাপড় চুরি করিনি। কেবল আপনাদের পুঁটুর কাচে বসেছিলাম। ওঃ! আর

এক কথা। দারোগা একবার বল্‌চে, ভাদ্র মাসের ৫।৭ দিন গেলে। আমি ত ভাদ্রমাসে এ দেশে আসিনি। সে অনেক দিনের কথা। তবে আমি নয়, আমি ধোপাদের কাপড় চুরি করিনি, ও আর কেউ হবে। (চিন্তা-মগ্ন।)

নেপথ্যে। তুই আমাদের বোন্‌? বোন্‌ তুই? কেন বল্লি? কে তুই পাজি, বেহায়া, নচ্ছার, ছেড়ে দে!

পুঃ নেপথ্যে। লোগ্‌রাও শালা লোগ্‌?

নেপথ্যে। জামিন দিস তুই? ডালিম আমার বোন হয়, জানিস্‌?

(বস্ত্র-বদ্ধ হস্ত শিবু, নিলু ও গদাইকে লইয়া এক জন

চৌকীদারের প্রবেশ।)

দারো। কেয়া হুয়া?

চৌকী। আউর তিনঠো মাতোয়ারা হুজুর।

দারো। (মস্তক সঞ্চালন করিয়া) হুঁঃ! আজ কাল মাতোয়ারা দলকা বহুৎ হেকমৎ হুয়া। আচ্ছা, লে যাও, কাটরা মে লে যাও।

নিলু। কে নিয়ে যায়, নিয়ে যাক্‌ দেখি? মাথা ভেঙে ফেলবো। আমরা কে তা চিনিস্‌? ডালিম আমাদের বোন হয়। ডালিম আমাদের জামীন হবে।

শিবু। ডালিম আমার বোন হয়। ডালিম মনে কোল্লে, তোমাকে সুদ্ধু মাৎ কোত্তে পারে। কিসের দারোগা তুমি? কি ভয় দেখাও তুমি? চলো, এখুনি

চলো, দেখাই গে। আমাদের ডালিমের ঘরে একশো দারোগা বোসে আছে!

দারো। লে যাও আবি?

(চৌকীদার ঐ তিন বাবুকে ধাক্কা দিতে দিতে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

রমা। (স্বগতঃ) এ কি বিভ্রাট! এদেরও দেখ্‌চি ধোরে এনেচে। কেন, এরা কি কোরে ছিল! শুন্‌লেম, মাতাল। তবে আমার যে অপরাধ, ও দেরও তাই। আমারও দেখ্‌চি, এ দেশে কেবল পুঁটু মাত্র ভরসা, ওদেরেও দেখ্‌চি তাই। ওঃ! এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! (করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে) রজনী দেবি! তোমার পায়ে ধরি, আজ তুমি প্রভাত হয়োনা। যদি হও, হে দেবি! আমি শুনেচি, তুমি এদিকে যেমন বিরামদায়িনী, ও দিকে তেমনি সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুঃখের প্রসবিনী। মা বিরামদায়িনি! আজ আমি তোমার নিকট বিরাম প্রার্থনা করি না। মা দুষ্কর্ম্ম প্রসূতি! তোমার এই নামের কাছেই আজ আমার এই প্রার্থনা। এই নিঃশব্দ নিশীথকালে অতি নিঃশব্দে তোমার একটা দুষ্কর্ম্ম প্রেরণ কর। সে এই মহাপাতকীর নিপাত দর্শন করুক, নিপাত সাধন করুক। প্রভাতে প্রভাকর যেন আর এই কলঙ্কিত মুখ দর্শন না করেন। (চিন্তা) ওঃ! রজনী প্রভাতে যখন চারজনে এক অপরাধে এক জায়গায় একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে, তখন আমি কি কোরে এমুখ দেখাব? বসুন্ধরে! বিদীর্ণ হয়ো, আমি তোমার

গর্ভে প্রবেশ কোরে মান রক্ষা কোর্‌বো। (চিন্তা) যা একপ্রকার হোয়েচে ভাল, ওরা বান্দ হোয়ে এসেচে, পুঁটু একলা আছে, এই সময় এরা যদি ছেড়ে দেয়, তাহোলে আমি অগ্নি ধাঁ কোরে সেই খানে ছুটে গিয়ে ফাঁকি ফুক্কি দিয়ে এই রাত্রেই তারেনিয়ে পালাই। (চিন্তা।) সেই কথাই ভাল দারোগাকে একবার ধরি। (ধীরে ধীরে দারোগার নিকটস্থ হইয়া প্রকাশ্যে) হজুর! এখনও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? সন্ধ্যা গাইত্রি শিবপূজা পরিত্যাগ কোরে আর আমারে কত দিন অনাহারে থাকতে হবে। তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও! দুঃখী ব্রাহ্মণ, আর কষ্ট দিও না! (রোদন।)

দারো। কে তুমি?

রমা। আমি—আমি রমানাথ।

জমা। পরশু রাত্রের মাতাল।

দারো। ছোড় দেও, দের হয়েছে!

জমা। (স্বগতঃ) বাঁচলেম! এক কথাতেই রাজি হলো। লোকটা ভাল। (প্রকাশ্যে হাত তুলিয়া) দারোগা সাহেব! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক, আমারও হোক্। তুমি জয়ী হও। আমি পুঁটু পাই; চল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত।)

জমা। দেখো ভট্‌চাজ। সাবধান। আজ আবার যেন মদটদ খেয়োনা। রাত্তির দের হয়েচে, বুড়ো মানুষ আবার ধরা পোড়বে।

রমা। (মুখ ভঙ্গী করিয়া) ওঃ বাবা! আবার বেরুবে! আজ আর কেন্, শালা মদ খায়। (সভয়ে বেগে পলায়ন।)

(পেটুর পরে সকলের প্রস্থান॥

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০০০—

রতির বাড়ী।—পুঁটুর গৃহ।

পুঁটু। (বসিয়া স্বগত) করি কি? দু-দিকেই ত দেখি না-ছোড়বান্দা। আর ধোত্তে গেলে আমার জ্যাটা মশাইটীও কম পাত্র নন। তিন পর রেতের সময় এসে রাস্তায় যে রকম হাঁকাহাঁকি লাগিয়েছিলেন, আমি দরজা খুলতে বোলতেম, তা হোলেই একটা কাণ্ড হতো। আমি ত যাবও না, তার কথাও না। তবে আর কেন মিছিমিছি একটা জটলা করা। এখন এই দু-দিকের কোন দিক ধরি। দাদা, নিলু আর গদাই,—এরা লোক ভাল, রসিকতাও জানে। আমারও ওদের উপর খুব ভালবাসা পড়েচে, ছাড়তে মন সয়না, কিন্তু হলে কি হয়

এক একবার ভাবি,—বলি, স্বদু ভালবাসাতে ত কাজ হবে না, খরচ যোগায় কে? এদের তিন জনের যত দূর দৌড়, তাতো আমার হাতের ভিতর। চাঁদা কোরে বড় জোর তিন পাঁচ পোনেরো টাকা তুল্‌তে পারে; সে তো আমার একদিনের বোতলের খরচ। এরা পারবে না। এই যে, জহরদ্দীটা যাওয়া আসা কোচ্চে, ফাঁদেও পড়েচে,—দেখ্‌তেও কিন্তু মন্দ নয়, আর হলোই বা মন্দ? মাসে মাসে পাঁচশো টাকা! এ লোভ কি ছাড়া যায়? তায় আবার বেশ সুশ্রী। দেখলেই মনে হয় যেন, এক জন সাজাদা।

নেপথ্যে। রতি!—রতি। ডালিম হ্যায়?

নেপথ্যে। কে ও রঘুবর? হ্যায় ভাই, গাচ সুদ্ধ হ্যায়। কটা চাই? তোম্‌রা ত দেখচি চার জন।

পুঁটু। (সচকিতে) কি এ। কিসের গোলমাল? মাগীর জ্বালায় সকালবেলাও একটু জুড়োবার যো নেই। জহরদ্দীর বুঝি লোক আস্‌চে? বোলে গেছে কি না, বেলা দশটার মধ্যেই টাকা আস্‌বে। তাই বুঝি এসেচে! সেই জন্য নাকী অমন কোরে ঝঙ্কার ঝাড়্‌চে। জহরদ্দী যেন ওর দুটী চক্ষের বিষ হয়েচে।

(শিবু, নিলু ও গদাইকে লইয়া রঘুবর চৌকীদারের প্রবেশ।)

রঘু। বন্দিগি বিবি সাব!

পুঁটু। বন্দিগি! এরা কোথ্‌থেকে?

রঘু। আর বিবি সাব!

পুঁটু। বোসো রঘুবর; তোমরাও বোসো।

(সকলের উপবেশন।)

শিবু। দ্যাখো ডালিম! তুমি আমার বোন হও? এরা তা শোনে না। এরা আমাদের থানায় ধোরে নিয়ে গিয়েছে। (রঘুবরের প্রতি) দেখ দেখি বাপু! এখন কি হয়! ধরা নয়! এখন ম্যাঁও ধরো! বার বার বোলচি, ডালিম আমার বোন্; তবু নয়! (মুখভঙ্গী।)

পুঁটু। (সবিস্ময়ে) ব্যাপার কি রঘুবর?

রঘু। এরা তিন জনে দারু পিয়ে রাস্তায় গোর গোল কোর্চ্ছিল, থানায় আটক হয়েচে।

পুঁটু। কবে?

রঘু। কাল রাত্তিরে।

শিবু। কাল রাত্তিরে কেন? এই রাত্তিরে, এই গত রাত্তিরে।

পুঁটু। কাল রাত্তিরে ত ওরা এখানে আসেনি?

রঘু। জানি না, যখন ধরা যায়, তখন এক জন বোলেছিল, ডালিমের ঘরে, এক জন বোলেছিল, রতির ঘরে।

পুঁটু। (স্বগতঃ) এ—এ—এ! এরা তবে বখার হোয়ে গেছে। এরা তবে আর কোন যোগাড়ে আছে। কাল রাত্তিরে যে রতির ঘরে হাসি হররার তুফান উঠে ছিল, তা তবে এরাই? ঠিক কথা! এরা সহরে এক্কে

আনন্দ হোয়ে উঠেচে। উঃ! আর না, আর চাই না। আর কাজ নেই। উঃ। আমার জহরন্দীই ভাল, (রঘুবরের প্রতি) রঘুবর! শুন্‌লেম সব, বুঝ্‌লেম সব,— এখন তুমি কি চাও?

রঘু। এরা বলে, তোমাকে জামিন দেবে।

পুঁটু। (চিন্তা করিয়া) তা আর জামিন কেন রঘুবর? এদের খালাসী টাকা যা, তা আমি দিচ্চি, তুমি যাও।

রঘু। না বিবিসাব! তা হয় না। চালানি আসামী আমাদের হাত নয়, দারোগার হাত।

পুঁটু। (রঘুবরের হস্তে ছয় টাকা প্রদান করিয়া সহাস্য মুখে) নে, নে, যা রঘুবর, তুইও নে, তোর দারগাও নে। বন্দিগি।

রঘু। কথাটা রাখি, কিন্তু যদি দারোগা রিপোর্ট লিখে থাকে, তা হোলে রোপেয়া ফেরত হবে।

পুঁটু। নে নে, তুই বরং বলিস্, তোর দারোগারে, আমার নাম কোরে, ডালিম বিবি ছাড়িয়ে নিয়েচে।

রঘু। যো হুকুম। বন্দিগি।

(রঘুবরের প্রস্থান।

পুঁটু। (একটু দূরে নতমুখে বসিয়া স্বগতঃ) জহরুদ্দীই আমার ভাল, মাসে পাঁচশো টাকা। এ কিছু খুব বেশী নয়, কিন্তু এখন তাই নিয়েই ছক্ ফেলা যাক্, তার পর দেখা যাবে, কপালের জোর কতদূর যুড়ায়।

যখন এসেচি, যখন এ পথে দাঁড়িয়েছি, তখন ডুবিচি না ডুবতে আছি, পাতাল পর্য্যন্ত দেখে যাব!

নিলু। ডালিম! অমন কোরে বোসে রইলে যে?

পুঁটু। (সম্মুখে চাহিয়া) কে তোমরা? তোমরা এখনো বোসে আছ? কেন? আর কিছু দরকার আছে?

গদা। (হাসা করিয়া) ডালিম আমাদের এই তিন মাসের মধ্যে সহরের ধরণ ধারণগুলি ঠিক শিখে নিয়েচে।

(পুঁটু ব্যতীত সকলের হাস্য।)

পুঁটু। না ভাই, হেসো না। ও সব আমাকে ভাল লাগে না। তোমরাও যাও, আমি আপনার ভাব নায় আপনি পাগল, আপনার জ্বালায় আপনি মরি, এর উপর জটলা ভাল লাগে না। তোমরা যাও।

নিলু। বলো কি ডালিম? কবে এত ঠাণ্ডা হলে, আর তুমি যে বোল্লে জটলার কথা, আমরা এমন কি জটলা করি?

পুঁটু। করো আর নাই করো, তোমরা যাও, আর এখানে এসো না। আমি এখানে থাক্‌বো না।

শিবু। কোথা যাবে?

পুঁটু। যেখানে প্রাণ চায়।

নিলু। আমাদের ছেড়ে?

পুঁটু। তোমরা কে? চোলে যাও।

শিবু। কেন তুমি বার বার অমন কথা বোলচ ডালিম?

পুঁটু। আমায় আর এক জন রেখেচে।

শিবু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ!—আর এক জন? কি বোল্লি ভালিম? আর এক জন? অ্যাঁ? এই জন্যে কি তোরে বার কোরেছিলেম? কলির ভাল কোত্তে নেই! আর এক জন রেখেচে?

নিলু ও গদাই। (সক্রোধে) রাখ্‌বে না? হাজার বার রাখ্‌বে। তোর জন্যেই ত রেখেচে, তুই ত রাখিয়েচিস্। কলির ভাল কোত্তে নেই, আমরা তোর ভালর জন্যই বোলেছিলেম, শিবে যাস্‌নি, ও শিবে যাস্‌নি। সে কথা না শুনেই তুই আমাদের এই সর্ব্বনাশ কোল্লি। আমরা যেমন মলেম, লোকে বজ্রাঘাতেও এমন মরে না। মেয়েমানুষ, শিক্‌লিকাটা,—একজনকে না পেলেই আর এক জন চায়।—খুব হয়েছে!

পুঁটু। কেন আর বকাবকি কর? চোলে যাও, আর হবে না। সে এখুনি আস্‌বে। এখানে জটলা করা হবে না, যখন ঘরেছিলুম, সে এক কথা। এখন আমি বনের পাখী হইচি। বনের পাখী কি কখনো পোস্ মানে? তোমরা ঘরে যাও।

নিলু। চল্ শিবু? আর কি? হলো তো?

শিবু। যাব? অম্নি যাব? আজ একখানা কাণ্ড কোরে তার পর জলগ্রহণ।—দেখি আজ, ওরি এক দিন কি আমারই এক দিন।

গদা। তা বটেই তো? মেয়েমানুষ বৈ ত না? ভয় কি এত? তা বোলে কি ষাঁড়ের শীকার বাঘে নেবে? এও কি প্রাণে সয়? (দাঁড়াইয়া ভূমে পদাঘাত।)

পুঁটু। দ্যাখো, হল্লা কোরো না, চোলে যাও। এখনো ভাল মুখে বোল্‌চি, চোলে যাও, যদি তেরিমেরি কর, এখুনি চৌকীদার ডেকে দেব। লাতী মেরে বার কোরবো। পাজি! ছোট লোক! মাতাল শালারা! মারি মুখে লাতী! (চরণ প্রদর্শন)

শিবু। (সক্রোধে) কি? কি? কি?—চৌকীদার? লাতী? ছোট লোক? মাতাল? শালা? আমাকে এই উক্তি? এই জন্যে বুঝি তোকে বার কোরেছিলুম? হ্যাঁরে পুঁটি? এই জন্যে বুঝি তোর ভালর চেষ্টা পেয়েছিলেম? কলির ভাল কোত্তে নেই।—নিলে বোল্‌চে ঘরে চল। কেন? এত ভয় কিসের? আমরা হোলেম পুরুষ, ব্যাটা ছেলে। তাতে হোচ্চি তিন জন, আর ও হোচ্চে এক ফোঁটা মেয়েমানুষ। কিন্তু মেয়েমানুষ, তাতে হোচ্চে একলা ও আমাদের তাড়িয়ে দেবে, আর আম্‌রা দুখটী বুজে চোলে যাব? ছোঃ! !—এ প্রাণ চাই না।—শালা? ভাইকে শালা! এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা ওর? ধর্‌ত্তো শালিকে? বাঁধ শালিকে। শোর ব্‌লুনি কোরে নিয়ে চল। এখুনি ওরে সেই মধুপুরে হাজির কোরে বাঁশবনের ভিতর সূর্য্য অস্ত দেখাব। ধর শালিকে!

(পুঁটুর হস্ত পদ বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া তিন জনে

ঝুলাইয়া গালাগালি দিতে দিতে
প্রস্থান উপক্রম।)

রঘুবর সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

রঘু। বন্দিগি বিবিসাব। (অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) এঁকি! কি কোচ্চিস শালা-লোক!

শিবু, নিলু, গদাই। (ব্যস্তভাবে পুঁটুকে ফেলিয়া সভয়ে মৌন ভাবে অবস্থিতি।)

রঘু। (পুঁটুর বন্ধন মোচন করিয়া) বিবিসাব! এঁকি? ওরা কি কোচ্ছিল?

পুঁটু। ও আমাদের এক রকম খেলা।

শিবু, নিলু, গদাই। (আশ্বাসে প্রস্ফুটীত হইয়া উপবেশন)

রঘু। এই মৎ বৈঠ, খাড়া হও। (তিন জনকে সজোরে হাত ধরিয়া তুলিয়া পুঁটুর প্রতি) বিবিসাব! সে হলোনা। রিপোর্ট লিখে ফেলেচে, এই তোমার টাকা নাও, আমার আসামী দাও। (টাকা প্রদানে উদ্যত।)

পুঁটু। না রঘুবর, তুই বোলগে যা, রিপোর্ট টা ফিরিয়ে দেয়।

রঘু। (হাস্য করিয়া) তা কি হয় বিবি! এ ঘর-ভাড়া নয়। এটা ফিরিয়ে দেবে, ওটা নেবে, এ তা নয়! বড় শক্ত কাজ!

পুঁটু। তা হোক রঘুবর! তুই বোলগে যা আমার নাম কোরে।

রঘু। সুদু ত' নয়, বড় সঙ্গীন্ মোকদ্দমা, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়েচে।

পুঁটু। কি রকম?

রঘু। ওরা কাল দারোগার কাছে আপনাদের সাফাইয়ের জন্য এজেহার দিয়েচে, ডালিম আমাদের বোন্ হয়; আমরা তারে ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেক টাকা কড়ি দিয়ে বাড়ী থেকে বার কোরে এখানে রেখেচি। সে বলুক, আমরা তার ঘরে ছিলেম কি না? যদি অপরাধী হই, ডালিম আমাদের জামিন হবে। দারোগা এই সব কথা লিখে নিয়েচে। নিয়ে সব কথা ছেড়ে দিয়ে ফুসলে ফাসলে ভগ্নী বাহির করা রিপোর্ট কোরেচে। এ মামলা ইংরেজ সহরে চালান যাবে। এখুনি সব আসামী চালান কোত্তে হবে। (আসামীদের প্রতি) চল রে চল।

(আর তিন জন চৌকীদারের প্রবেশ।)

এক জন। ইৎনা দেরি? সব তিয়ার হ্যায়, আও।

পুঁটু। এই বেশ হয়েচে, রঘুবর! তুমি একটু থাকো। ওরা ওদের নিয়ে যাক, তুমি একটু থাকো। আমার এখনো ঢের কথা শুন্তে বাকী আছে।

রঘু। (চৌকীদারগণের প্রতি) আপন আসামী হেফাজৎ লেও, হাম আওতা হ্যায়।

শিবু। (স্বগতঃ) পুঁটু! থাক তুই! ধর্ম্ম আছে!

(হাতকড়ি বদ্ধ আসামীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তিনজন চৌকীদারের সহিত প্রস্থান।)

পুঁটু। রঘুবর! এত দূর হোয়েচে?

রঘু। কতদূর?

পুঁটু। আমাকে বার করা?

রঘু। হাঁ।

পুঁটু। তুই দারোগাকে বোলেছিলি?

রঘু। হাঁ। (চক্ষু মটকাওন)

পুঁটু। ও কি রঘু? বুঝলেম না।

রঘু। আসবে।

পুঁটু। আসতে চায়?

রঘু। (মাথা নাড়িয়া) হাঁ।

পুঁটু। তার বয়স কত?

রঘু। ৪০। ৪৫ হবে।

পুঁটু। কি জাত?

রঘু। তার ভাল! নেড়ে।

পুঁটু। (স্বগতঃ) তাতেই বা আমার ভয় কি। সে দোষ তো আমার খণ্ডে গেছে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ রঘুবর! তার দাড়ি আছে?

রঘু। খুব, বেশ চাঁপদাড়ি।

পুঁটু। (স্বগতঃ) তা হলোই বা। তা থাক্‌লোই বা? তাতেই বা কি আসে যায়। এই জহুরদ্দীরও ত অত বড় না হোক, ছোট ছোট অনেক দাড়ি আছে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ রঘুবর। আজই আসবে বলেচে?

রঘু। (সহাস্যে) আজ্ঞি বা!—

পুঁটু। আসুক তবে।

রঘু বিবিসাব!

পুঁটু। অ্যাঁ?

রঘু। তোমার কি জ্যাটামশাই আছে?

পুঁটু। (সহাস্যে) কেন?

রঘু। পোরশু রাত্রে থানায় এক জন মাতাল ধরা পড়ে। সে বোল্লে, ডালিম আমার ভাই-ঝি হয়, আমি তার জ্যাটা হই,—সে আমার জামিন হবে। কাল তাকে ছেড়ে দেওয়া গেচে।

পুঁটু। হুঁঃ! আছে বটে, সে এক জন পাগল।

রঘু তবে এরাও তিন জনে বলেছিল, আমরা ডালিমের ভাই হই, ডালিম আমাদের বোন হয়, ডালিম আমাদের জামিন হবে। এরাও তবে পাগল?

পুঁটু। তা বৈ কি!

রঘু। (সহাস্যে) কত পাগল গো?

পুঁটু। কেন? আমার জ্যাটামশাই নিজেই বোলে গেছে, পাঁচ পাগলের ঘর।

রঘু। তা পাঁচটী কৈ মিল্লো?

পুঁটু। কেন? ধরো না,—দাদা এক, নিলে দুই, গদা তিন, জ্যাটামশাই চার, আর আমি পাঁচ! ঠিক তাই। (স্বগত) রঘুবর! ঠিক তাই বোল্লেম বোলে তুমি যেন এমন মনে ভেবো না যে, ঠিক তাই। আরো অনেক পাগল আছে। এই জহরদ্দী এক পাগল, আর

রঘুবর। আর তোমাদের দারোগাও এক জন পাগল। আমার তবে সাত পাগলের ঘর।—হুঁঃ! রঘুবরকে আচ্ছা ফাঁকি দিয়েচি, সকল কথা খুলিনি। এই বয়সে কত পাগল রেখেচি, কত পাগল তাড়িয়েচি, তার সুমোর নেই। পাগল অনেক, ধোত্তে গেলে পৃথিবী সুদ্দু সব্বাই পাগল (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

রঘু। বিবিসাব! আপ্না আপ্নি বোলচো, আপ্না আপ্নি হাস্‌চো, আপ্না আপনি নিশ্বাস ফেল্‌চো, কি ওসব?

পুঁটু। ভাব্‌চি, পাঁচ পাগলের ঘর!

রঘু। বিবি সাব! তুমি ব্রাহ্মণ?

পুঁটু। (স্বগতঃ) ছিলেম বটে! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ!

রঘু। বিবিসাব! তবে আর তোমাকে বিবিসাব বলা হবে না। দেবীসাব বোল্‌বো।

পুঁটু। (সহাস্যে) আচ্ছা তাই বোলো।

রঘু। তবে এখন আসি।

পুঁটু। আচ্ছা আস্‌তে বোলো।

রঘু। বন্দিগি! না—না—আশীষ।

[প্রস্থান।

পুঁটু। (স্বগতঃ) জহরুদ্দীর লোক তো এলো না। বোধ করি আস্‌বেন না, অনেকটা টাকা, মায়া হয়! হোক্‌গে মায়া। দুর হোক্‌, আমি তারে যাইনে। এই রঘুবর যার কথা বোলে গেল, সে যদি হয়, তা হোলে আর

কিছু চাইনি। শুনিচি, এ দারোগাটী খুব ভাল, অনেক টাকা। রঘু বোল্লে, বয়সও কম,—আর বোধ হচে, দেখ্‌তেও খুব সুশ্রী হবে। কেন না, সকলেই জানে, সকলেই বলে একটু মোটা সোটা পসন্দ সই না হোলে দারোগা হয় না। এতে কোরে খুব সুন্দর না হোক্, একটু সুন্দর হবেই হবে। এই লোকটীই ভাল। কিন্তু———জহরন্দী আমারে কোল্‌কেতায় নিয়ে যাবে বোলেচে। তা বোল্লেই বা! একেও বোল্‌বো এ দারোগা কি আমাকে কোল্‌কেতায় নিয়ে যেতে পারে না? আমি যদি বলি, তা হলে কি নিয়ে যাবে না? তার বাবা নিয়ে যাবে, আলবো নিয়ে যাবে। ছো জহরন্দী! ছো! আমি তোর সঙ্গে কোল্‌কেতায় যেতে চাই না। ছোঃ! (চিন্তা করিয়া) যাই, রতিকে বলিগে, আমি কোল্‌কেতায় চোল্লেম, এখানে আর থাক্‌বো না।

(প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

———০০০———

জেলার দায়রা আদালত।

———

পূর্ব্ববৎ।

হাকিম, আমলা, উকীল, মোক্তার ও চাপরাসী প্রভৃতি উপস্থিত।

———০০০———

(কাঠগড়ায় শিবু, নিলু ও গদাই।)

সেরেস্তাদার। বোন্ বার করা নথী বার করে। (নথী লইয়া পাঠ)—প্রায় এক বৎসর হইল, জেলা মজু কুরের মধুপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীগদাধর বোষাল ও শ্রীনীলমণি ভাদুড়ী ও শ্রীশিবপ্রসন্ন গাঙুলী, এই তিন জনে একত্রে হইয়া কালিন্দী ওরফে রামার মা, ওরফে হাবার মা, নামিকা চাক্‌রাণীর সহায়তায় উক্ত শিবপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহিতা বৈমাত্রেয় ভগ্নী ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তীর বিবাহিতা পত্নী ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ওরফে পুঁটু ওরফে ডালিম রাঁড় নামিকা ছুক্‌রীকে তাহার পিত্রালয় হইতে ফুস্‌লাইয়া বাহির করা ও রাজমোতালক হইতে পলায়ন করিয়া ফরাসীডাঙ্গাব রতি বৈষ্ণবীর বাটীতে লুকাইয়া রাখা ও তথায় রাত্রিকালে

দিনমানে গতিবিধি করা ইত্যাদী প্রকাশ। এই মোকদ্দমা ফরাসীডাঙ্গার পু[illegible] দারোগা হাজী নবীবউল্লা গ্রেপ্তার করিয়া চালান ক[illegible] তথাকার আদালত হইতে চালান আসা বরাবর [illegible] হইয়াছে। নাহির করা স্ত্রীর স্বামী যদুনাথ চক্রবর্তী [illegible] বহুদিন পীড়িত থাকা গতিকে উপস্থিত হইতে [illegible] আদালত প্রায় আট নয় মাস কাল তদন্ত [illegible] করিতে পারেন নাই। অধুন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া[illegible] [illegible] [illegible] করা যায় ইতি।

হাকি। আচ্ছা, সও[illegible] কর

সওয়াল। ১ নং আসামী গদাধর [illegible], তুমি [illegible] পুরের সৌদামিনী ওয়ফে প[illegible] ছুকরীকে বাহির করিয়াছ কি না?

গদা। আমি না, সঙ্গে ছিলেম।

সও। ২ নং আসামী নীলমণি ভাদুড়ী, তুমি সৌদামিনী দেবীকে বাহির করিয়াছ কি না?

নিলু। আমার মা বোলেছিল, শিবু শিখিয়ে দিয়েছিল।

সও। ৩ নং আসামী শিবপ্রসন্ন গাঙুলী, তুমি সৌদামিনী দেবীকে বাহির করিয়াছ কি না?

শিবু। (মরিয়া হইয়া) হাঁ! কোরেছি। ডালিম আমার বোন্ নয়। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, মিথ্যা কথা জানিনা, ঠিক বোলবো। অনেক বয়সে ওর বিয়ে হয়েছিল, কাজেই বিয়ের আগে থেকেই ওর সঙ্গে আমার আশক্তি

ছিল। কাজেই বিয়ের পরেও থাক্‌লো। কাজেই রামার মাকে বালে নিমুকে আর গদাইকে জুটিয়ে ফরাসডাঙ্গায় এনেছি, তাতে কি দোষ? ডালিম আমার বোন হয়। আপ্‌নার বোন্‌কে আপ্‌নি এনেছি, তাতে কি দোষ?

হাকি। কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

শিব্‌। ঠিক মনে নেই, আন্দাজ সাড়ে এগারো কি বারো।

হাকি। ওঃ!—আচ্ছা, আচ্ছা—তার প্রতি তোমার আসক্তি ছিল, তোমার প্রতি তার আসক্তি ছিল না?

শিব্‌। ছিল বৈ কি? খুব ছিল এখনও আছে।

হাকি। (সেরেস্তাদারের প্রতি) রামার মা হাজির?

সেরে। রিপোর্ট হোচ্চে পলাতক।

হাকি। আচ্ছা, সৌদামিনী বোলাও।

(মলিন বসনা দীনবেশা পুঁটুর প্রবেশ।)

হাকি। আচ্ছা, সওয়াল কর।

সওয়া। তোমার নাম সৌদামিনী?

পুঁটু। হ্যাঁ।

সওয়া। তোমার নাম পুঁটু?

পুঁটু। হ্যাঁ।

সওয়া। তোমার নাম ডালিম?

পুঁটু। হ্যাঁ।

সওয়া। ঘর থেকে কেন বেরিয়েছিলে?

পুঁটু। বার কোরেছিল।

সওয়া। কে?

পুঁটু। দাদা, দীদে, গদাই আর আমার মা।

সওয়া। আচ্ছা, তোমার দাদার নাম কি?

পুঁটু। শিবু, ছোট বাবু।

সওয়া। আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কি?

পুঁটু। দয়ালচন্দ্র গাঙ্গুলি।

সওয়া। আচ্ছা, তোমার স্বামীর নাম কি?

পুঁটু। (সহাস্যে) বোল্‌তে নেই।

(সকলের হাস্য।)

সওয়া। লজ্জা ত্যাগ কর, বোল্‌তে হবে।

পুঁটু। (স্বগত) সেই উনোনমুখোর নামটা সকল সময় মনেও থাকে না। (চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে) যদুনাথ চক্র।

হাকি। যদুনাথ চক্র বোলাও।

(যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ।)

সওয়া। এই সৌদামিনী দেবী ওরফে পুঁটু, এ কি তোমার বিবাহিতা পত্নী কি না?

যদু। বিবাহ কোরেছিলেম।

সওয়া। তার পর?

যদু। তার পর এখন আর সম্পর্ক কি?

সওয়া। তার পর? লোকের ও এখন একটা দুষ্কার্য্য কোরেছে ও যদি এখন তোমার সঙ্গে যেতে চায়, তা

হোলে তুমি নেবে? (সৌদামিনীর প্রতি) কি বল সৌদা-মিনী, যাবে?

পুঁটু। (মস্তক সঞ্চালন করিয়া) যাবো, (স্বগতঃ) তা হোলে ত একরকম বেঁচে যাই।

সওয়া। (যদুর প্রতি) ঐ দেখ, তোমার স্ত্রী রাজি আছে। তুমি এখন কি বল? নেবে?

যদু। সে বিবেচনা পরে হবে। যারা আমার কুলে কালী দিলে, আগে ত তাদের শাস্তি হোক্ দেখি, তার পর সে কথা।

হাকি। আচ্ছা, তোমরা বিদায় যাও। (সেরেস্তা-দারের প্রতি) গদাধর ঘোষাল, নীলমণি ভাদুড়ী, শিবপ্রসন্ন গাঙুলী, এই তিন আসামীর সাত সাত বৎসর দীপান্তর। আর রামার মার নামে গ্রেপ্তারি জারী।

সেরে। (ছেলাম করিয়া) জো হুকুম।

যদু। (গমনোদ্যত)

পুঁটু। ওগো, যাও যে, দাঁড়াও না, আমি যাবো।

যদু। (মুখ ফিরাইয়া সক্রোধে) দূর। দূর। ছত্রিশ জেতে ছেনাল! উনি যাবেন! তুই আমার কে? দূর হ! (গমনোদ্যত।)

পুঁটু। ওগো তোমার পায়ে পড়ি! নিয়ে যাও! আমার কেউ নেই। (পদ ধারণ।)

যদু। (ছুড়িয়া ফেলিয়া সঘৃণায়) দূর! দূর। (উভয়েই চাপ্‌রাসীর শীষে নিস্তব্ধ।)

(চাপ্রাসীরা তিন জন আসামীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত।)

শিবু। (সজল-নয়নে) ভাই চাপ্রাসি! তুই একটু যে হস্, তুই আমার লাট সাহেব! তোর পায়ে ধরি, একটু খানি দাঁড়া! মরণকালে একবার জন্মের শোধ সকলের কাছে দুটো কথা বোলে যাই, এমন দিন আর পাব না। (করযোড়ে হাকিমের দিকে চাহিয়া) হাকিম সাহেব!—দোহাই সাহেব! দোহাই কোম্পানি! দোহাই বাবা! একটীবার হুকুম দাও, জন্মের শোধ সকলের কাছে দুটো কথা বোলে যাই।

হাকি। আচ্ছা, বোল্‌তে দেও।

চাপ্। বল্, জল্দি বল্।

শিবু। (সভার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র করযোড়ে সরোদনে) ভাই সকল! ভাই সকল! উকীল সকল! মোক্তার সকল! আম্‌লা সকল! সাহেব সকল! দর্শক সকল! জগৎ সকল! চাপ্রাসী সকল! সকলেই দেখ, আমার কি দশা! মরণকালে ভাই তোমাদের সকলের কাছে আমার একটী নিবেদন!—যে পাপে আমার এই দুর্গতি, তেমন পাপ তোম্‌রা আর কেউ কোরো না। বার বার মাথার দিব্য দিয়ে বোল্‌চি, কখন কোরো না—কখন করো না!—আমি দায়মালে যাচ্চি; সেখান থেকে এ জন্মে আর ফির্‌বো না।। (সকলের আক্ষেপধ্বনি) আমি আমার বোন্‌ খুন করেছিলাম। (সকলের আক্ষেপ বাচক

আক্ষেপধ্বনি।) আমি আমার ডালিমকে বড় ভাল বাস্‌তেম। (পাশের দিকে ফিরিয়া) সেই ডালিম, সেই বোন্‌ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ওকেই আমি বাধ কোরেছিলেম! সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি! আমি এ ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রাহ্মণের মেয়েকে আপনার ভগ্নীকে নষ্ট কোরেছি. তোমরা কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে বাধ্‌দনীকেও মার কোরো না। যে মার করে তার ভোগে হয় না। তাতেও এম্নি পাপ! এম্নি মনস্তাপ! সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি! হায়! হায়! রোদন) আমার জ্যাটা মশাই যে বোলেছিলেন,---পাঁচ পাগলের ঘর,---তা ঠিক কথা! হায়! হায়! ভাই সকল! আমি ত এখন দায়মালে চোল্লেম! (রোদন) তোমরা ভাই আমার এই কথা গুলি মনে রেখো! এমন কাজ কেউ কখনো কোরো না,---কোরো না! সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি। হায়! হায়! (রোদন)

হাকি। (গাত্রোত্থান করিয়া) লে যাও।

[সকলের প্রস্থান্‌।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

কলিকাতা, মির্জ্জাপুর —গলি-পথ।

(একাকিনী জীর্ণা শীর্ণা ছিন্ন বস্ত্রা পুঁটির প্রবেশ)

পুঁটি। (স্বগতঃ) ওমা! এ কোথায় এলেম!—কোন্ দিকে এসে পোড়্লেম! এ পথে আমি তো কখনো আসিনি! বাপ্রে! অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ কোচ্চে!—একটা পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত রাস্তায় নেই! উঃ! বোধ করি, রাতের আর বড় বেশী নেই। আমি তো সারারাতই এই রকম পথে পথে ঘুরচি। এখন যাই কোথা?—কেউ আর আস্তে চায় না। জহুরদ্দীকে ছাড়লুম, নতুন দারোগাটা হলো, পাঁচখানা গয়নাপত্রও হলো, মাসে সাত সাতশো টাকা দিলে,—সুখ হয়েওছিলো।—কে জানে যে সেই সর্ব্বনেশে নিজেই সর্ব্বস্ব চুরি কোরে নিয়ে পালাবে।—যে লোক আমার জন্যে চাক্‌রি পর্য্যন্ত ইস্তফা করেছিলো, সে যে চোর, তা কে জানে! ওঃ! ও সকল সুখের স্বপ্ন আর দেখ্‌বো না। ও সব কথা আর ভাব্‌বো না। এখন আর গতি কি? কেউ কেউ এসে বলে, কেমন অহঙ্কার চূর্ণ হয়েচে! কেউ কেউ এসে বলে, বড় যে দেমাক ছিলো

কেউ কেউ এসে ভয় দেখায়, আজ তাকেই ধরিয়ে দেবো! কেউ কেউ এসে বলে, হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে! কম্বলে শোয়াবে হাঁসপাতাল কোথায়? যাবে নিয়ে যাবে কেন, আমি নিজেই যাই। কেন এখানে না খেতে পেয়ে মরি। তারা তো একমুটো খেতেও দেবে! আমার পক্ষে হাঁসপাতালই ভাল! মাথা গুঁজে থাকি, এমন একখানি ঘর নেই! একখানি খোলার ঘর ভাড়া করি, এমন একটী পয়সাও নেই।—আমার পক্ষে হাঁসপাতালই ভাল।—না, হাঁসপাতালে যাওয়া হবে না! শুনিচি, বড় যন্ত্রণা দেয়। যন্ত্রণা তো আর আমার বাকী নেই! তার উপর আর যন্ত্রণা সহ্য হবে না! গঙ্গাতেই যাই! গঙ্গাই আমার পক্ষে ভাল কে? গঙ্গা কোথা? গঙ্গা কত দূর?—না, এদিকে তো না!—এ পথে তো আমি কখনো আসিনি! এই যে একটা বড় রাস্তা! ওমা! এটা কোন্ জায়গা!—যা হোক্, তবু ভাল। আলোর মুখ দেখে বাঁচি। চোল্‌তেও আর পারিনি।—এইখানেই একটু দাঁড়াই। (একখানা খোলার ঘর ঠেস্ দিয়া দণ্ডায়মান ও চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া স্বগতঃ)—এই জায়গায় যেন একবার এসেছিলেম; ঠিক মনে হচ্চে না, কিন্তু বোধ হোচ্চে ঠিক্ এই রকম। সেইখানে কে এক জন আমার সঙ্গে সই পাতালে, আমি তারে ঠাট্টা কোরে দ্যাকন্‌হাঁসি বোল্লেম, সে আমারে কত ভাল বাস্‌লে,—দূর হোক্‌গে! সে দিন কি আর আছে! (দীর্ঘনিশ্বাস) এখন হয় তো চিন্‌তে পার্‌বে না।

(এক জন পথিকের প্রবেশ।)

পথি। কি গো! এখনো আসেনি? তবে কি আর আছে ওদিকে যে ফর্সা!—"রাধিকার কুঞ্জে পোহায়ে নিশি এলে রসময়" (নিকটে গিয়া দেখিয়া) কে ও? ডালিম। থূঃ!—থূঃ!—থূঃ!

(পুঁটুর গায়ে থুতু দিয়া গালাগালি দিতে দিতে বেগে প্রস্থান।

পুঁটু। (স্বগতঃ) এত লাঞ্ছনাও আমার ভাগ্যে ছিলো। এই ডাক্‌রা এক দিন আমার পায়ে ধোরে কেঁদেচে। এখন কি না আমার এই অপমানটা কোল্লে! কথায় বলে, সময়ে সব করে, কপালে সব দেয়। আমার কপালে এই সব লাঞ্ছনা আছে বলেই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম। (নিঃশব্দে রোদন)

(দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ।)

২য় পথি। (পুঁটুকে দেখিয়া) আঃ মলো। এখনো দাঁড়িয়ে! (মুখের কাছে গিয়া) আবার কাঁদ্‌চেন! নাগরের জন্য। (হাত নাড়িয়া) প্রেমের নাগর হারিয়েচে আমার। সে যে কুলমজানে নাটের গুরু, ফিরে দেখা দেয় না আর।

[গালে ঠোনা দিয়া একটা পানের খিলি ছুড়িয়া মারিয়া প্রস্থান]

পুঁটু। আ মোলো! মরে গেল!—মুখে আগুন!

নিত। (সবিস্ময়ে) তাই তো দেখছি। একেবারে কালীবর্ণ হয়ে গেছ, শরীরের আর কিছু নেই, চেনা যায় না, এমন হোলো কেন? কি হয়েছে তোমার?

পুঁটু। (কপালে হাত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)

নিত। সে দিন তো সেই মোকদ্দমা পর্য্যন্ত শুনে এলেম, তার পর কি হোলো?

পুঁটু। সে কথা নয়, খাবার কষ্ট বড় হয়েছে, (দীর্ঘ নিশ্বাস)

নিত। সে কি আর আছে, না?

পুঁটু। সে থাকতো কিনা, মোকদ্দমার আগে থেকেই [illegible] ছাড় পড়েছিল, তার পর ——

নিত। সেই জন্যই তো মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম। তার পর?

পুঁটু। তার পর, যে আমারে বিয়ে কোরেছিল, সে আদালতে এসেছিল কি না? আমি কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ে জড়িয়ে ধোল্লেম।

নিত। সে কি বোল্লে?

পুঁটু। দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দিলে।

নিত। (সবিষাদে) আহা! তবে তো তোমার অনন্ত অবস্থা হতেই পারে। তার পর?

পুঁটু। তার পর আমি আবার সহরে ফিরে এলেম।

নিত। তোমার সেই আগেকার মানুষ তখন ছিলো?

পুঁটু : তখন ছিল, কিন্তু এক মাস পরে মাহেশের স্নানযাত্রা দেখবার নাম কোরে [illegible] রঞ্জী বাবুর সঙ্গে আমি যখন [illegible] যাই, তখন আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। ফিরে এসে দেখি ঘর খোলা, ঘরে কেউ নেই, জিনিষপত্র কিছুই নেই ; সব খাঁ খাঁ।

নিতু : [illegible]

পুঁটু : কেউ না।

নিতু : জিনিষপত্র কে নিলে ?

পুঁটু : কে নিলে, কেমন কোরে বোল্‌বো। এক বার মনে করি [illegible] আবার ভাবি, না, না, সে কেন নতীর ! [illegible] পর মনে হয়, কল্‌কেতার সহর, কত লোক [illegible] ফেরে, তারাই হয় তো নতীরকে খুন কোরে আমার সর্ব্বস্ব চুরি কোরেচে, তাই হয় তো হবে। তা নইলে সে লোক আমার জন্যে চাক্‌রী ছেড়েছিল, সে কি তত্তদূর নেমক্‌হারাম হোতে পারে ?

নিতু। [illegible] হবে, কিন্তু যখন তুমি দেখ্‌লে ঘরে কেউ নেই, কিছুই নেই, তখন কি কোল্লে ?

পুঁটু : অনেক কাঁদ্‌লেম, হাত যোড় কোরে বোল্লেম, কোম্পানী ! তুমি এই পৃথিবীর রাজা, কাঙালিনীর সর্ব্বস্ব গেল, তুমি কি এ চোরের কোন কিনারা কোত্তে পার না, আকাশ পানে হাত তুলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেম, মা দুর্গা ! তোমার নাম দয়াময়ী, এ পাপিনীর উপর তোমার কি এক টুও দয়া হবে না ? কেউ উত্তর দিলে না, বাড়ীতে

না, না, ওর দোষ কি! কপালে সব করে। আমারি পাপের ফল! হায় হায়!

(একজন মাতালের প্রবেশ।)

মাতাল। (পুঁটুকে দেখিয়া) কি ভাই! আছ? আমি বলি বুঝি কেবল আমি একাই বেওয়ারিস! (নিকটে গিয়া টানিতে টানিতে) কাঁদ্চো কেন বাওয়া? ভয় কি? এই যে আমি তোমার নবীন নাগর রসের সাগর শ্যাম নটবর। বলি,—

কান্না কেন প্যারী?

এই যে কুঞ্জের দ্বারে বংশীধারী।

কার তরে শ্রীমতী রাধা, কলঙ্কবাদী কোচ্চো কাদা, (হাঃ কার তরে ইত্যাদি) ওরে আমার সোনার চাঁদা, কাঁদ্‌লে। তোমার বদন ভারী। আ হা—হাঃ!

(পুঁটুকে নিরুত্তর দেখিয়া) দুর শালি! কেবল কাঁদে। আ মোলো! কথা কয় না! (রাস্তার ধুলা ও ঢিল নিক্ষেপ করিয়া পালায়ন)

নেপথ্যে। কে র‍্যা! কে র‍্যা! দরজায় গোলমাল কোচ্চে এত রাত্তিরে? বাপ্‌রে কোল্‌কাতার সহরে রাত্রে একটু ঘুমোবারও যো নাই স্থির হয়ে! (গবাক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন) কথা কয়না আর। কেরে ওখানে?

পুঁটু। আমি ডালিম। (স্বগতঃ) কারেই বা উত্তর দিই, কারেই বা নাম বলি। একবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে আর দাঁড়াবার স্থান থাকে না। বাপে ত্যাগ

করে। কাঁদে কাগ কার শশুর শাশুড়ী নেয় না, জ্ঞাত্‌ কুটুম্ব ... না, কেউ ছোঁয় না, ছোট লোকেরাও ... দিতে দায় না। (নিঃশব্দে অশ্রুপাত)

(... প্রদীপ হস্তে নিতম্বিনীর প্রবেশ ।)

নিত। (... দেখিয়া) কে দ্যাকন্‌হাঁসি। তুমি এখানে এত রাত্রে কি কোরে এলে? এখানেই বা দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন? ডাকতে পারনি? এসো, ঘরে এসো।

(উভয়ে গৃহমধ্যে গমন।)

(পট পরিবর্ত্তন।)

নিতম্বিনীর গৃহ।

—০০০—

পুঁটু ও নিতম্বিনী আসীনা।

নিত। কোথায় যাচ্ছিলে এ রাত্তিরে দ্যাকনহাঁসি?

পুঁটু। গঙ্গায়।

নিত। এত রাত্তিরে? রাত সবে তিনটে।

পুঁটু। রাত দিন দরকার নেই, এ প্রাণ আর রাখবো না।

নিত। (শিহরিয়া) সে কি দ্যাকন্‌হাঁসি?

পুঁটু। উঃ! দ্যাকন্‌হাঁসি! বড় যন্ত্রণা।

যারা ছিল, নালিশ কোত্তে বোল্লে — মা কপাল! কার নামে নালিশ করি?

নিত। তার পর তুমি কি কোল্লে?

পুঁটু। পথের ভিকারিণী হোলেম।

নিত। কেন?

পুঁটু। বাঘে কামড়ালে।

নিত। বটে! সেই জন্যে তোমার এই দশা!

পুঁটু। দ্যাকনহাঁসি!

নিত। অ্যাঁ?

পুঁটু। তুমি কি এ বাড়ীতে একা থাকো?

নিত। না, হর আছে, বরদা আছে, নবীনকালী আছে, বসন্ত আছে, তারা চার জন আছে

পুঁটু। ডাকো না?

নিত। ঘুমুচ্চে হয় তো। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ব-র-দা ও হরো—ও-ও-ও! তোরা আছিস্,— আমার দ্যাকনহাঁসি এসেচে। আচ্ছা দ্যাকনহাঁসি! এখন তুমি কি কোর্‌বে?

পুঁটু। মোরবো।

নিত। তবে চলো আমিও যাই।

পুঁটু। চলো।

নিত। কিন্তু ভাই মরা হবে না, মোত্তে দেব না।

পুঁটু। কপাল!

(হর, বরদা, বসন্ত ও নবীনকালীর প্রবেশ।)

নিত। এই যে, একবার ডাকতেই হাজির।

ধর। কি স্ফূর্তি হলো। ভাগ্যি তো নয়, যমের খাঁড়া। হাজে কাটোই ভেবে ভুক সুড় সুড় কোরে আসছে হুক্কো। ভাই আবার তোমার দ্যাকন্‌হাঁসি এসেছে।
(সুর দেখিয়া) ভাই দ্যাকন্‌হাঁসি কেমন আছ ?

স্ফূর্তি। তোমরা বোসো তোমাদের ভাই আমি একটি কথা বলি।—আমি গঙ্গায় যাচ্চি, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে এই প্রাণ বিসর্জ্জন কোরবো গঙ্গায় যাচ্চি। তোমরা সুখে থাক। এ পথে যদি সুখ না থাকে তীর্থে চোলে যাও, ভিক্ষে কোরে খাওগে। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার এক ভাই, আমারে বার কোরেছিল। বোলেছিল এপথের ব্যাপারে হরেক রকম সুখ আছে। কিন্তু ভাই, এই বয়েসে অনেক সুখের সঙ্গে আমার দেখা শুনো হলো। কিন্তু কেউ আমারে জায়গা দিলে না। সেই দুঃখে আমি এখন গঙ্গায় যাচ্চি। তোমরা তীর্থে যাও,—তোমাদেরও যেন এমন দশা না হয়। আর যদি কেউ এ পথে আসতে চায়, মরিয়া হয়ে স্মরণ কোরো। (নিতম্বিনীর দিকে ফিরিয়া) দ্যাকন্‌হাঁসি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? যেও না। তোমার এখনো অনেক দেরি, তোমারে এখনো অনেকের কাছে ছলের হাসি হাসতে হবে, কপট কান্না কাঁদতে হবে। সোহাগে সোহাগে সোহাগার খই ছড়াতে হবে। মনের কষ্ট মনে মনে চেপে রেখে পানের বাটা আর হুঁকো তামাকের সঙ্গে তোমাকে এখনো অনেক রকম আলাপ কুশল কোত্তে হবে, তুমি যেও না। আর—

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে পরেশ বাবুর প্রবেশ।)

পরেশ। নেতা—নেতা—নেতা! এখানে কে এসেছে? ডালিম না কি?

নিত। (ব্যস্তভাবে) কেনো তুমি? তোমাকে এর মধ্যে এ খবর কে দিলে? তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

দাই। (পরেশের প্রতি) দ্যাকন্হাঁসি। আমাকে চিন্তে পারো?

পরে। (ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া) তুমি? তোমার—

নিত। হাঁ, হাঁ, আমি। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকে এ খবর কে দিলে?

পরে। হর, হরকে আমি অনেক দিন বোলে রেখে-ছিলেম। ও অনেক জায়গায় যাওয়া আসা করে কি না, তাই বোলেছিলেম, ডালিমকে যদি দেখ্‌তে পাস্, তখুনি আমাকে খবর দিস্। তাই জন্যে যেমন তোমার মুখে দ্যাকন্হাঁসি নাম শুনেছে, অম্নি ঘুমন্ত চোক্ মুচ্‌তে মুচ্‌তে আমাকে গিয়ে খবর দিয়েছে। ঝামাপুকুর এখানথেকে তো বেশী দূর না, গেছে আর এসেচে।

নিত। (সক্রোধে) তুমি বুঝি ঝামাপুকুরে ছিলে? ভালবাসার মাথা খাও, মাগ ছেলের রক্ত খাও, আমাকে ফেলে ওঁর ঝামাপুকুর! ঝাঁটা মাত্তে মাত্তে বার কোর্‌বো বিশ ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে ঝামাপুকুর দেখাবো! যমরা আজ ডেকেচে তোমায়।

পরে। (শশব্যস্তে) ঠাকুর ভাই, সেথাস্ ভাই। খাঁড়িস্ ভাই, কাল খাতিস, আজ না। আজ আমি এখুনি এই কলহংসিকে নিয়ে মধুপুরে যাবো।

পুঁটু। (সভয়ে) কেন দ্যাকলহংসি!

পরে। তোমার বাপ আমার বেই হয়, তিনি এত দিনের পর শুনেছেন, যদু তোমাকে নিলে না! এখন তিনি ভেবেছেন গ্রামে একঘোরে হয়ে থাকবেন, তাও ভাল, তবু তোমাকে নেবেন। তোমার মা তোমার জন্যে একেবারে পাগল!

পুঁটু। পাগল! এখানেও দেখ্‌চি বেশ পাঁচটী পাগল আমার জ্যাটামশাই ঠিক বোলেছিলেন, পাঁচ পাগলের ঘর! যেখানে যাই, সেইখানেই দেখি পাঁচ পাগলের ঘর।

নিত। (পরেশের প্রতি) এত রাত্তিরে গাড়ি পাবেন?

পরে। কোলে কোরে নিয়ে যাব। যেখানে দরকার হবে, সেইখানে গাড়ী কোরবো।

[পুঁটুকে লইয়া পরেশের প্রস্থান।

[পরস্পর মুখ চাওয়াচাই করিয়া একটু পরে সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

মধুপুর,—মধু ঘোষালের বহির্বাটী।
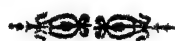
(সন্ধ্যাকালে অনাথিনী বেশে পুঁটুর প্রবেশ।)

পুঁটু। (উচ্চকণ্ঠে) মা! দয়াময়ী মা! করুণাময়ী মা! কে আছ মা! আমার প্রাণ যায়। (উপবেশন) (স্বগতঃ) জহরদ্দা আমাকে মজালে। সে যদি না জুটতো তা হোলে দাদাই বা যাবে কেন, নীলেই বা যাবে কেন, গদাই বা যাবে কেন! (দীর্ঘ নিশ্বাস) সতীবও লোক ছিল ভাল, কেবল আমারি কপাল দোষে চোর হোলো! হায়! হায়! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

(কাদুর প্রবেশ।)

কাদু। কে র‍্যা ডাকাডাকি কোচ্চিস্ সন্ধ্যা বেলা?

পুঁটু। (সরোদনে) ওমা আমি কাঙালী! দু-দি খাওয়া হয় নি! কোথায় এসে পোড়েচি, তাও জানিনি

কাদু। ভিকিরি! রাত্রিরেও কি তো কামাই নেই? বোস্ দরদালানে উঠে বোস্।

পুটু। (দরদালানে বসিয়া স্বগতঃ) এ মেয়েটী খুব ভাল। হবে না কেন, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, ভদ্রলোকের বৌ, ও ভাল হবে না তো কে হবে? ও তো আর আমার মতন পোড়াকপালী না, ঘরথেকেও বেরোয় না, হাটে বাজারেও যায় না, চাঁপদাড়ি ও দেখে না, আদালতেও হাজির হয় না, পথে পথেও ফেরে না, এমন ধারা সর্ব্বনেশে পোড়া রোগেও কখনো যন্ত্রণা পায় না ও ভাল হবে না তো কে হবে? আমি ভাল হবো? উঃ! তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে: তখন যদি বোল্‌তেম, একটু জল দাও, তা হোলে হয় তো এতক্ষণে দিতো। তা হোক্, আর একটু বসি, আস্‌বে এখন। যখন বোলে গেছে তখন বোধ হয় ভুল্‌বে না। তা যা হোক্, মিন্‌সেটা কে? বোল্লে, তোমার বাবা আমার বেই হয়। বোলেই বুঝি এই কাণ্ড। কোল্‌কেতা সহরে যে কতরকমের কত লোক আছে, তা বলা যায় না. আমার জ্যাটামশাই ও ভাইরা যখন আমাকে বাঁচালে না, অনায়াসে বার কর্ত্তে পাল্লেন তখন পরপুরুষে কোর্‌বে তার আর আশ্চর্য্যি কি, ওঃ আমার কি সর্ব্বনাশই হয়েছে, তা যেমন কর্ম্ম করেচি তার ফল ভোগ কচ্চে আবার কর্ব্বো। ঐ কে আস্‌ছে না মেয়েটিই দেখ্‌চি।

(কাদুর প্রবেশ।)

এই কতকগুলো পিটেপুলি, সরু চাকলি

পুঁটু। (আহার করিতে করিতে) আ! বাঁচ্লেম্! দু-দিনের উপবাসে, একেবারে সারা হয়েচি, আমার কপালে বিধাতা এত লিখেছিল—(অশ্রুপাত)

বিনু, বরদা ও নিস্তারিণীর প্রবেশ।

নিস্তা। আহা, তাইতো! (অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বিনুর প্রতি জনান্তিকে) হ্যাঁরে, এ আমাদের সেই পুঁটু না?

বিনু। (কানে কানে) আদলটী সেই রকম আশ্চ বটে। (পুঁটুর প্রতি) ওলো তুই আমাদের চিন্তে পারিস? তুই আমাদের সেই পুঁটু না?

পুঁটু। (সজল নয়নে) তোমরা কে গা? আমি চক্ষে দেখ্তে পাচ্চিনে, আমি কোথায় এসেচি? যা তোমরা বোল্লে, ঐ নাম আমার ছিল বটে, কিন্তু কপাল! (অশ্রুপাত)

কাদু। (পুঁটুর মুখের কাছে প্রদীপ ধরিয়া) এইবার দেখ্ দেখি ভাল কোরে, চিন্তে পারিস কি না? আমি যে কাদু, এই বিনু, এই যে পিসী মা, আমি যে তোর বোন্ হই, এই দেখ দিকি, এই পাশেই তোদের বাড়ী—ঐ যে সেই নারকেল গাচ, ওর তলায় বোসে আমরা সকলে একত্রে খেলা কোত্তেম, দেখ দিকি ঠাওর কোরে মনে হয়? পুঁটু তোর যে এ দশা হবে, তা আমরা তখনি ভেবেছিলুম।

পুঁটু। (ভাল করিয়া দেখিয়া রোদন)

নিস্তা। না মা, তুই আর কাঁদিস্ নে। (কাদুর প্রতি) তোরা চুপ্ কর্‌লে, চুপ্ কর। (সকালের অশ্রুপাত)

পুঁটু। (আহার ত্যাগ করিয়া আছাড় খাইয়া রোদন) সকালের রোদন।

পুঁটু। (সরোদনে) হাঁ মা! তবে কি আমি—এই অভাগিনী আমি এত কালের পর দেশে এসেচি?

নিস্তা। হাঁ, মা এসেছিস্,—কে তোরে এখানে আন্লে? এর মানে কি?

পুঁটু। (সরোদনে) সে সব কথা আমি বোল্তে পারিনি কে এক জন আমাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাই বোলে ফেলে পালিয়েচে।

কাদু। হাঁ, হাঁ, তা যা হউক, যা হবার তা হয়ে গ্যাচে, এখন তুই আবার বাড়ীতে থাক্।

পুঁটু। (সরোদনে) না মা—আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না, এখানেও থাক্‌বো না, পৃথিবীতেও থাক্‌বো না, যে পথে আমি দাঁড়িয়েচি, তাতে আর জীবনে সাধ নেই। (রোদন)

নিস্তা। হ্যাঁ পুঁটু, তোর দুর্দ্দশা দেখে আর কথা শুনে আমার প্রাণ যেন বুক্ ফেটে ঠিক্‌রে বেরুতে চাচ্চে, আহা! কেন তোর সে রকম মতি হয়েছিল?

পুঁটু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অদৃষ্ট।

কাদু। অদৃষ্ট তার আর কথা। একা তোর অদৃষ্ট নয়, যেখানে পাঁচ পাগলের ঘর, সেইখানেই এই দশা, আচ্ছা পুঁটু, তুই এখন কি কোর্‌বি।

পুঁটু। পাপজীবন বিসর্জ্জন কোর্‌বো।

নিস্তা। এই বয়েসে তোর এমন ঘৃণা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল; পুঁটু; তা তুই করিস্ নি।

পুঁটু। তা ছাড়া আর উপায় নাই।

কাদু। না পুঁটু, ও রকম কু মতলব করিস্‌নে। তুই এইখানে থাক্; আমরা তোকে বেস যত্নে রাখ্‌বো।

পুঁটু। যত আমার এ জগতে জন্মের মত ঘুচে গেচে, জ্যাটামশাই বোলেছিলেন, পাঁচ পাগলের ঘর, সেটী সত্য সত্যই ঘোট্‌লো। বিধাতা আমাকে এবার মধুপুরে এনে এই উপদেশ দিবার জন্যই তোমাদের সঙ্গে দেখা করা-লেন। তোমরা ঘরে যাও, এই পর্য্যন্ত আমার শেষ। এ পথে যেন আর কোন কুলকন্যা পদার্পণ না করে।

সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।